দৈনিক সংবাদ

02 SEP
৪

073

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ১৮ই ভাদ্র ১৩৯৬

প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নতুন ব্যবস্থা

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে চলেছে। আগামী বছর থেকে নাকি শিক্ষা বোর্ডসমূহের হাতে আর প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব থাকবে না। এ দায়িত্ব অর্পিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি কেন্দ্রীয় সেলের ওপর।

সরকার কেন এ রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ঐ সংবাদে সে বিষয়ে কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার একাধিক ঘটনা সরকারের নজরে এসেছে। যাঁরা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন তারাই নাকি নানাভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ প্রাইভেট টিউশনিতে নিয়োজিত থাকেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কোন শিক্ষক নাকি মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করে থাকেন। এই শিক্ষকরাই নাকি ছাত্র আকৃষ্ট করার জন্য প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেন।

এ কথাগুলো সরকারী ভাষা কিনা তা উপরোক্ত সংবাদে পরিস্কারভাবে বলা হয়নি। আমরা অবশ্য সহজে বিশ্বাস করতে পারি না যে এমন হাল্কা ও ভাসা ভাসা বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে সরকার এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ঐ নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে এবং সে প্রভাব সর্বাংশে মঙ্গলজনক নাও হতে পারে। সমগ্র বিষয়টাকে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা প্রয়োজন।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি যতদূর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত ও দুর্নীতিমুক্ত করা প্রয়োজন এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, প্রশ্নপত্রসমূহ সুচারুরূপে প্রণীত হওয়াও প্রয়োজন। প্রশ্নপত্রের ওপর গুটিকয়েক ভাল ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে না, লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলাফলও নির্ভর করে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ দীর্ঘদিন ধরে সার্বজনীন পরীক্ষা পরিচালনা করে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। শিক্ষা বোর্ডে যে অব্যবস্থা বা দুর্নীতি নেই তা কেউ বলবেন না। বরং সকলেই দাবী করবেন যে ঐ দুর্নীতিসমূহকে চিহ্নিত ও বিলুপ্ত করা হোক। কিন্তু আকস্মিকভাবে শিক্ষা বোর্ডের হাত থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ণের দায়িত্ব কেড়ে নিলে ঐসব অব্যবস্থা দূর না হয়ে বরং নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যথা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হলেও মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সেল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে নানা রকম অব্যবস্থা ও অসঙ্গতি অবধারিতভাবেই দেখা দেবে। হয়তো সিলেবাসের সাথে প্রশ্নের সঙ্গতি থাকবে না, হয়তো ব্যতিক্রমধর্মী প্রশ্ন প্রণীত হবে, হয়তো এমন নতুন ধরনের প্রশ্ন করা হবে যা প্রশ্নকারীর কাছে সন্তোষজনক ও আনন্দদায়ক বলে মনে হলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভয়াবহ বলে মনে হতে পারে। এ আশংকাকে আমরা অমূলক বলে মনে করি না। বরং যে সকল যুক্তির ভিত্তিতে প্রশ্ন প্রণয়নের ব্যবস্থাপনা বদলানো হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ, তাতে এ আশংকাই মনে জাগে যে নতুন ব্যবস্থাতে শুধুমাত্র প্রশ্নপত্রের অব্যবস্থার দরুনই শিক্ষাক্ষেত্রে ভীষণ বিপর্যয় দেখা দেবে।

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে নতুন প্রথা প্রবর্তনের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র যারা প্রণয়ন করেন তারা প্রাইভেট টিউশনিও করেন এবং তারাই নিজেদের ছাত্রছাত্রীর কাছে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন। যদিও একাধিক শিক্ষকের নিকট থেকে প্রশ্ন আহ্বান করা হয় তথাপি কোন্ প্রশ্নপত্র অনুমোদিত হলো তাও নাকি প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এ কারণে পরীক্ষার ফলাফল অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি সত্যিই এ রকম?

২৫শে আগস্টের 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত একটি চিঠির বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, রাজশাহী বোর্ডের এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম কুড়িটি স্থানের মধ্যে ১৭টি স্থান অধিকার করেছে একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এরূপ ঘটনা অন্যান্য বছরে এবং অন্যান্য বোর্ডেও ঘটেছে। এখানে প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও প্রাইভেট টিউশনির সাথে পরীক্ষার ফলাফলের সম্পর্ক কোথায়?

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কোন বিচ্ছিন্ন বা স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় নয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ সাধারণভাবে সমগ্র পরীক্ষাব্যবস্থার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পরীক্ষাব্যবস্থার একমাত্র অঙ্গ নয়। আমাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করলেই যে পরীক্ষার ফলাফলের ওপর তার শুভ প্রভাব পড়বে এমন নাও হতে পারে। পরীক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত করতে হলে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সঠিকভাবে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন, সঠিকভাবে নিরীক্ষণ, সঠিকভাবে টেবুলেশন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এমনকি যদি কোন ছাত্র তার উত্তরপত্রের পুনর্মূল্যায়ন দাবী করে তবে বোর্ডের পক্ষ থেকে দ্বিধামুক্তচিত্তে এবং নিরপেক্ষ পরীক্ষক দ্বারা পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা উচিত বলেও আমরা মনে করি। কিন্তু পরীক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি আছে বলেই অকস্মাৎ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব বোর্ডের হাত থেকে কেড়ে নিলে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে আমরা আশংকা করি।

সরকার অবশ্য ইচ্ছা করলেই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন, তবে আমরা মনে করি শিক্ষকদের ওপর দোষারোপ না করে অন্য কোন সুষ্ঠু যুক্তির ভিত্তিতে তা করাই বাঞ্ছনীয়। অনেক শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশনি করেন। এর দ্বারা তারা অর্থ উপার্জনও করেন। কিন্তু কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন বেআইনী কিছু নয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অবনতির ফলেই প্রাইভেট টিউটরদের ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। ভাল শিক্ষকের অভাব আছে বলেই কোন কোন নামকরা শিক্ষকের কাছে বেশিসংখ্যায় ছাত্ররা ভিড় করে।

আমরা তাই সরকারকে অনুরোধ করব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে সত্যিই যদি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা করা হয়ে থাকে তবে তা স্থগিত রেখে বরং প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোকে চিহ্নিত ও অপসারিত করা হোক। আমরা মনে করি, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করলে তা ছাত্রসমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।